কলকাতায় উচ্চ আদালতে

(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনা বিচারক্ষেত্র)

আপিল বিভাগ

বর্তমান

**বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দে**

**২০১৬ সালের সি. আর. আর. ২১৬২**

**জয় কুমার গোয়েল ও অন্যান্য**

**বনাম**

**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য**

| | |
|---|---|
| আবেদনকারীদের পক্ষে | শ্রী সৌরভ চ্যাটার্জি, আইনজীবী |
| | শ্রী সূর্যনেল দাস, আইনজীবী |
| | শ্রী আদিত্য মণ্ডল, আইনজীবী |
| | শ্রী চিরঞ্জিত পাল, আইনজীবী |
| রাজ্যের জন্য | শ্রী বিদ্যুৎ কুমার রায়, আইনজীবী |
| | শ্রী প্রতীক বসু, আইনজীবী |
| বিপরীত পক্ষের জন্য ২ নং | 'শ্রী সুদিপ্ত মৈত্র, আইনজীবী |
| | শ্রী বিজয় ভার্মা, আইনজীবী |
| | শ্রী দ্বৈপায়ন বিশ্বাস |
| শুনানির তারিখ | ১৯.০৭.২০২৩,০৭.০৮.২০২৩, |
| | ১৬.০৮.২০২৩,১৭.০৮.২০২৩, |

২৮.০৮.২০২৩,১৩.০৯.২০২৩

২৯.০৯.২০২৩,২৬.০৯.২০২৩

**রায়ঃ** **১৭ অক্টোবর, ২০২৩**

**বিচারপতি, বিভাস রঞ্জন দে**

১. ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৮/৪২০/৪০৬ ৫০৬/৩৪/১২০ B ধারার অধীনে ২০১৬ সালের পুলিশ স্টেশন কেস নং ৩-এর ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্সে দায়ের করা প্রথম তথ্য প্রতিবেদন বাতিল করার অনুরোধের সাথে পুনর্বিবেচনার আবেদনটি দায়ের করা হয়েছে।

**তথ্যঃ-**

২ ২ নং বিরোধী পক্ষের দায়ের করা ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫৬ (৩) ধারার (সংক্ষিপ্ত ফৌজদারি প্রক্রিয়া -র জন্য) অধীনে একটি আবেদন থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয় যে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আবেদনকারীরা ওড়িশার ঢেঙ্কানা জেলার কুরুন্তি পি. ও. মৌতুঙ্গায় সাইট অফিসে নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েনের জন্য ২ নং বিরোধী পক্ষের কাছে আবেদন করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে চুক্তিটি বিপরীত পক্ষের ২ নং অফিসে হয়েছিল, যারা তখন থেকে ১ নং আইডি-র ওয়ার্ক অর্ডার অনুযায়ী আবেদনকারী কোম্পানিকে নিরাপত্তা পরিষেবা প্রদান করেছিল। তারপর থেকে ১ নং আইডি-র তারিখ অনুযায়ী ২ নং বিরোধী পক্ষের অফিসে নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েনের জন্য আবেদনকারীরা ২ নং বিপরীত পক্ষের কাছে আবেদন করেছিলেন। এরপর থেকে বিপরীত পক্ষ নং ২, ১০.১০.২০১১ থেকে ৩১.০৫.২০১৩ সময়কালের জন্য কর্মাদেশ অনুসারে নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করে তাদের পরিষেবা প্রদান শুরু করে।

কিন্তু, আবেদনকারীরা বারবার মনে করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও ১৩.০৯.২০১১ তারিখের ওয়ার্ক অর্ডারে প্রদত্ত পদ্ধতিতে সমস্ত অর্থ প্রদান করেননি। এর ফলে, আবেদনকারী/অভিযুক্তরা বিপরীত পক্ষ নং ২/অভিযোগকারীকে প্রতারণা করার জন্য নিজেদের মধ্যে একটি গভীর অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। আবেদনকারী/অভিযুক্তরা, এর ফলে, বিপরীত পক্ষ নং ২/অভিযোগকারীকে মিথ্যা এবং জাল প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিশাল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে প্ররোচিত করেছিল। শেষ অবলম্বন হিসাবে, বিপরীত পক্ষের প্রতিনিধি নং ২/অভিযোগকারী কোম্পানি একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ নিষ্পত্তির জন্য আবেদনকারী/অভিযুক্তদের অফিসে গিয়েছিল কিন্তু অভিযুক্তরা তাদের কোম্পানির অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে বিপরীত পক্ষ নং ২/অভিযোগকারীর প্রতিনিধির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এমনকি তাদের অফিসে আরও একবার দেখা করার ক্ষেত্রে জীবনের হুমকিও দেওয়া হয়।

(৩) সিআরপিসির ১৫৬(৩) ধারার অধীনে উল্লিখিত অভিযোগটি ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স থানায় পাঠানো হয়েছিল যেখানে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৮/৪২০/৪০৬/৫০৬/৩৪/১২০বি ধারার অধীনে এফআইআর নং ০৩/১৬ তারিখ ০৬.০১.২০১৬ এর অধীনে মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং মামলাটি তদন্তের আওতায় আনা হয়েছিল।

**<u>যুক্তি ও তর্ক ঃ-</u>**

৪। বিজ্ঞ বিচারপতি, শ্রী সৌরভ চ্যাটার্জি, আবেদনকারী/অভিযুক্তদের পক্ষে উপস্থিত হয়ে দুটি বিষয়ে তার যুক্তি তুলে ধরেন স্কোর প্রথমত, শ্রী চ্যাটার্জি বলেছেন যে ফৌজদারি প্রক্রিয়া এর ১৫৬(৩) ধারার অধীনে অভিযোগ ফৌজদারি প্রক্রিয়া এর ১৫৪(১) এবং ১৫৪(৩) ধারার বিধান না মেনে দায়ের করা হয়েছিল দ্বিতীয় স্থানে, শ্রী চ্যাটার্জী ফৌজদারি প্রক্রিয়া এর ১৫৬(৩) ধারার অধীনে অভিযোগের সেই স্বরলিপিটি দাখিল করেছেন যে সম্মত পরিমাণ অর্থ প্রদান না করার কারণে একটি সিভিল অ্যাকশনের জন্ম দেওয়ার কারণে চুক্তি ভঙ্গের একটি মামলা রয়েছে।

৫। তার যুক্তির সমর্থনে চ্যাটার্জির ওপর ভরসা করেন নি নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে: -

- **অনিল মহাজন বনাম ভোর ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং আরেকটি ২০০৫ (১০) এস সি সি ২২৮ এ রিপোর্ট করা হয়েছে**
- **হটলাইন টেলিটিউবস অ্যান্ড কম্পোনেন্টস লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম বিহার রাজ্য এবং আরেকটি ২০০৫ সালে রিপোর্ট করা হয়েছে (১০) এস সি সি ২৬১**
- **উমা শঙ্কর গোপালিকা বনাম বিহার রাজ্য এবং আরেকটি রিপোর্ট ২০০৫ (১০) এস সি সি ৩৩৬**
- **মুরারি লাল গুপ্ত বনাম গোপী সিং ২০০৫ (১০) এস সি সি ৬৯৯ এ রিপোর্ট করেছেন**

- বীর প্রকাশ শর্মা বনাম অনিল কুমার আগরওয়াল ও আরেকটি রিপোর্ট ২০০৭ (৭) এস সি সি ৩৭৩
- ভি.ওয়াই. জোস এবং অন্য বনাম. গুজরাট রাজ্য এবং আরেকটি রিপোর্ট ২০০৯ (৩) এস সি সি ৭৮
- দলীপ কৌর এবং অন্যান্য বনাম জাগনার সিং এবং অন্য একজন রিপোর্ট ২০০৯ (১৪) এস সি সি ৬৯৬
- মেডমেম, এলএলসি এবং অন্যান্য বনাম ইহরসে বিপ সমাধান প্রাইভেট লিমিটেড ২০১৮ সালে রিপোর্ট করেছে (১৩) এস সি সি ৩৭৪
- এম এম কার্বন প্রোডাক্ট প্রাইভেট লিমিটেড বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ২০১৯ সালে রিপোর্ট করেছে এস সি সি অনলাইন ক্যাল ২৭১৫
- প্রিয়াঙ্কা শ্রীবাস্তব এবং অন্যান্য বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য ২০১৫ সালে রিপোর্ট করা হয়েছে (৬) এস সি সি ২৮৭
- বাবু ভেঙ্কটেশ ও অন্যান্য বনাম কর্ণাটক রাজ্য এবং অন্যান্য ২০২২(৫) এস সি সি ৮৩৯ এ রিপোর্ট করা হয়েছে
- মুকুল রায় বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অনান রিপোর্ট ২০১৮ এস সি সি অনলাইন ক্যাল ৪৮৬১
- এস.পি.ও.এ এর মাধ্যমে হাজী ইকবাল ওরফে বালা বনাম রাজ্য উত্তরপ্রদেশ এবং অন্যান্য (২০২৩) এস সি সি অনলাইন সুপ্রিম কোর্ট ৯৪৬ -এ রিপোর্ট করা হয়েছে

- **হাজী ইকবাল ওরফে বালা মাধ্যমে এস.পি.ও.এ. বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য ও অন্যান্য. (২০২৩) এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৯৪৮**

৬। বিজ্ঞ বিচারপতি, শ্রী সুদীপ্ত মৈত্র, বিপরীত পক্ষের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন নং. ২ **এইচডিএফসি সিকিউরিটি লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম রাজ্য মহারাষ্ট্র 2017 (1) এআইসিএলআর ৯১০ (এসসি) সালে রিপোর্ট করেছে একটি মামলার উল্লেখ করে ফৌজদারি প্রক্রিয়া ধারা ১৫৪(১) এবং ১৫৪(৩)** এর অ-সম্মতির বিষয়ে আবেদনকারীদের পক্ষে অগ্রসর হওয়া যুক্তির জবাব দিয়েছে। এবং ধর্মেশবানি বাসুদেবভাই এবং অন্যান্য বনাম গুজরাত রাজ্য এবং অন্যান্য (২০০৯) ৬ এস সি সি ৫৬৭ এ রিপোর্ট করেছে এবং জমা দিয়েছে প্রিয়াঙ্কা শ্রীবাস্তবকে (সুপ্রা) দেওয়া নীতি আলাদা করা যায়।

৭। শ্রী মৈত্র আরও বলেছেন যে, ১৫৬ (৩) সিআরপিসিতে করা অভিযোগটি স্পষ্টভাবে আবেদনকারীদের অসৎ অভিপ্রায়ের একটি মামলা বর্ণনা করেছে যাতে পক্ষগুলির মধ্যে সম্মতিতে অর্থ প্রদান না করে বিপরীত পক্ষ নং ২/কোম্পানিকে প্রতারিত করা হয়। শ্রী মৈত্র যুক্তি দেন যে, সম্মত অর্থ পরিশোধ না করাকে সব ক্ষেত্রেই দেওয়ানি বিরোধ বলা যাবে না, যখন কোনও পক্ষই অন্যায়ভাবে লাভের জন্য চুক্তি ভঙ্গ করার অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে চুক্তিতে প্রবেশ করে।

শ্রী মৈত্রের মতে আবেদনের বিরোধিতা ফৌজদারি প্রক্রিয়া এর ধারা ১৫৬(৩) এর অধীনে একটি জ্ঞানযোগ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে অপরাধ নথিভুক্ত এবং তদন্ত করা আবশ্যক।

৮। তার বিরোধের সমর্থনে, জনাব মৈত্র নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে নির্ধারিত নীতির উল্লেখ করেছেন:-

- **২০০৪ সালে রিপোর্ট করা এস. সি. সি (সি. আর. আই) ৩৫৩ এম. পি বনাম আওয়াধ কিশোর গুপ্ত ও অন্যান্য**
- **রবীন্দ্র কুমার মদনলাল গোয়েঙ্কা ও আনার বনাম রুগমিনিত রাম রাঘব স্পিনার্স প্রাইভেট লিমিটেড (২০০৯) ১১ এস. সি. সি ৫২৯-এ রিপোর্ট করেছেন**
- **এস. এম. দত্ত বনাম গুজরাট রাজ্য ও আনর রিপোর্ট (২০০১) ৭ এস. সি. সি ৬৫৯**
- **ধর্মেশবানী বাসুদেবভাই এবং অন্যান্য বনাম গুজরাট রাজ্য এবং অন্যান্য (২০০৯) ৬ এস. সি. সি ৫৬৭-এ রিপোর্ট করা হয়েছে**
- **রাজেশ বাজাজ বনাম দেথি ও অন্যান্যদের রাজ্য এন. সি. টি. (১৯৯৯) এস. সি. সি (সি. আর. আই) ৪০১**
- **এম. কৃষ্ণন বনাম বিজয় সিং ও আনার (২০০১) ৮ এস. সি. সি ৬৪৫-এ রিপোর্ট করেছেন**
- **এইচডিএফসি সিকিউরিটিজ লিমিটেড এবং অন্যান্য বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্য ২০১৭ সালে রিপোর্ট করা হয়েছে (১) এ. আই. সি. এল. আর ৯১০ (এস. সি)**

- **গঙ্গা ধর কালিতা বনাম অসম রাজ্য ও অন্যান্যরা (২০১৬) ১ কোটি এলআর (এসসি) ২০৯**
- **অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য বনাম বাজজুরি কান্থাইয়া ও অন্যান্য (২০০৯) ১ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ৪৮১-এ রিপোর্ট করা হয়েছে**
- **স্কোডা অটো ভক্সওয়াগেন ইন্ডিয়া পুট. লিমিটেড বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য ও অন্যান্য ২০২১ সালে রিপোর্ট করা হয়েছে (১) এস. সি. সি. ২০০৪**
- **প্রীতি সরাফ এবং অন্যান্য বনাম দিল্লির এনসিটি রাজ্য এবং অন্যটি এআইআর ২০২১ (এসসি) ১৫৩১-এ রিপোর্ট করা হয়েছে**
- **মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বনাম সুরেন্দ্র কোরি রিপোর্ট করেছেন (২০১৩) ১ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ২৪৭**
- **রেবা কুণ্ডু বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য ২০১৮ সালের সিআরআর ১৫৮৪-এ রিপোর্ট করা হয়েছে।**

৯. রাষ্ট্রের পক্ষে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী বিদ্যুৎ কুমার রায় তদন্ত চলাকালীন এ পর্যন্ত সংগৃহীত প্রমাণের উপর নির্ভর করেছেন।

**<u>সিদ্ধান্তঃ-</u>**

১০। এইচ. ডি. এফ. সি সিকিউরিটি লিমিটেড (উপরে), ধর্মেশবানিত বাসুদেবভাই (উপরে), প্রিয়াঙ্কা শ্রীবাস্তব (উপরে)-এর সিদ্ধান্তগুলি দেখার পর আমি প্রিয়াঙ্কা শ্রীবাস্তব (উপরে) এবং বাবু ভেঙ্কটেশ (উপরে)-এর মধ্যে এই নীতিটি খুঁজে পাই। কে আলাদা করা হয়েছে বলা যায় না।

১১। প্রিয়াঙ্কা শ্রীবাস্তব (উপরে উল্লিখিত) মামলায় বলা হয়েছে যে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে আবেদন দায়ের করার আগে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৯৪ (১) ও ১৫৪ (৩) ধারার অধীনে পূর্ববর্তী আবেদনপত্র থাকতে হবে। আবেদনে উভয় দিকই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় নথি দাখিল করতে হবে এবং আবেদনকারীর পক্ষ থেকেও একটি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত আবেদনপত্রটি গেইট করা বাধ্যতামূলক। এটি নিশ্চিত করার জন্য করা হয় যে আবেদনকারী ব্যক্তিকে সচেতন হতে হবে এবং যাতে কোনও মিথ্যা হলফনামা দেওয়া না হয়।

১২। বাবু ভেঙ্কটেশ (উপরে উল্লিখিত) মামলায় আরও বলা হয়েছে যে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে আবেদন দায়ের করার আগে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৯৪ (১) এবং ১৫৪ (৩) ধারার অধীনে আবেদন করতে হবে। আদালত আরও একটি হলফনামা দাখিল করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে যাতে আবেদনকারী ব্যক্তিরা সচেতন হন এবং মিথ্যা হলফনামা না দেন। যেহেতু ব্যক্তিদের ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটের কর্তৃত্ব আহ্বান করা থেকে বিরত করা যেতে পারে।

১৩। এখন মামলার বিষয়ে ফিরে আসি, আমি দেখতে পাই যে সিআরপিসির ধারা ১৫৬(৩) এর অধীনে আবেদনটি সিআরপিসির ধারা ১৫৪(১) এবং ১৫৪(৩) এর অধীনে কোনও বিধান মেনে না নিয়েই দায়ের করা হয়েছিল।

অন্যদিকে, হলফনামায় বলা হয়েছে যে ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স পুলিশ স্টেশন বা অন্য কোনও পুলিশ স্টেশনে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। অতএব, হলফনামায় স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে অভিযোগকারী ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আবেদন জমা দিয়েছেন, প্রিয়াঙ্কা শ্রীবাস্তব (উপরে) এবং বাবু ভেঙ্কটেশ (উপরে)-এর নীতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় কোনও বিধান মেনে না গিয়ে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে আবেদনের ভিত্তিতে এফআইআর নথিভুক্ত করা আইনত খারাপ।

১৪। এখন, আমি ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগের জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৯৬ (৩) ধারার অধীনে আবেদনে করা অভিযোগের বিষয়ে আসার প্রস্তাব করছি। এই পুনর্বিবেচনার আবেদনের পক্ষগুলির পক্ষ থেকে নির্ভর করা সিদ্ধান্তগুলি যত্ন সহকারে দেখার পরে, একটি নিষ্পত্তি নীতিটি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে অভিযোগে করা অভিযোগগুলি তাদের মুখের মূল্যে নেওয়া হলেও এবং সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হলেও, প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ গঠন করে না বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা গঠন করা অথবা যেখানে অভিযোগে উত্থাপিত অভিযোগ এবং তার সমর্থনে উপস্থাপিত প্রমাণ কোনও অপরাধের সংঘটন প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা গঠন করা হয়, সেখানে হাইকোর্টের কাছে অভিযোগ বা এফআইআর বাতিল করার জন্য অতিরিক্ত সাধারণ অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে।

১৫। একাধিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে, মহামান্য শীর্ষ আদালত বলেছে যে, কোনও ব্যক্তির পরবর্তী সময়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থতা, শুরুতে একটি অপরাধমূলক অভিপ্রায়, অর্থাৎ যখন সে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ধরে নেওয়া যায় না। কেবল চুক্তি লঙ্ঘন এবং প্রতারণার অপরাধের মধ্যে পার্থক্য মনে রাখতে হবে। এটি প্ররোচনার সময় অভিযুক্তের অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে। পরবর্তী আচরণ একমাত্র পরীক্ষা নয়। কেবল চুক্তি লঙ্ঘন প্রতারণার জন্য ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে পারে না যদি না লেনদেনের শুরুতে প্রতারণামূলক, অসৎ উদ্দেশ্য দেখানো হয়।

১৬। এই মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পর এবং এই পুনর্বিবেচনার আবেদনে পক্ষগুলির পক্ষ থেকে নির্ভর করা সিদ্ধান্তগুলির উপর নজর রাখার পরে, এটি প্রাথমিকভাবে এমন একটি মামলা যেখানে বিপরীত পক্ষ নং ২ প্রদান করা পরিষেবাগুলির জন্য সম্পূর্ণ অর্থ প্রদান না করার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছিল। অন্যদিকে, এটি একটি স্বীকৃত সত্য যে, আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত পরিষেবার জন্য বিপরীত পক্ষ/কোম্পানিকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে তদন্ত চলাকালীন এখনও পর্যন্ত সংগৃহীত প্রমাণগুলিও যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের প্রমাণ দেয়। ১৫৯৬ (৩)-এর অভিযোগে বিরোধী পক্ষ নং ২-এর একটি অভিযোগও ছিল যে আবেদনকারী সংস্থাটি বিপরীত পক্ষ নং ২/সংস্থার প্রতিনিধিদের হুমকি দিয়েছিল এবং অপরাধমূলক ভীতিপ্রদর্শন করেছিল যা তদন্তের সময় এখনও পর্যন্ত সংগৃহীত প্রমাণ দ্বারা অপ্রমাণিত ছিল। ফলস্বরূপ, ওয়ার্ক অর্ডার চুক্তিতে প্রবেশ করার সময় বিরোধী পক্ষ নং ২-কে প্ররোচিত করার জন্য আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে প্রাথমিক প্রতারণার দাবিও বাতিল হয়ে যায়।

১৭। এটি আরও উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৬ (৩) ধারার অধীনে আবেদনের মূল বক্তব্য হল যে, বিরোধী পক্ষ নং ২ দ্বারা প্রদত্ত নিরাপত্তা পরিষেবাগুলির ক্ষেত্রে কিছুই প্রদান করা হয়নি, যদিও তদন্তের সময় সংগৃহীত প্রমাণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, বিদ্যমান ব্যবসায়িক লেনদেনের সময় বিপরীত পক্ষ নং ২/কোম্পানিকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়েছিল। অতএব, তথ্যের দমনকে বিরোধী পক্ষ নং ২/ -এর বিরুদ্ধে দমন করা হয়েছে বলে বলা যেতে পারে অভিযোগকারী।

১৮। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ নাগরিক প্রকৃতির, যার যথাযথ প্রতিকার পাওয়ার জন্য এক্তিয়ারযুক্ত উপযুক্ত ফোরামে কার্যধারা শুরু করা উচিত।

১৯। একটি সিক্যুয়েল হিসাবে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৪১৮/৪২০/৪০৬ ৫০৬/৩৪/১২০ বি -এর অধীনে ২০১৬ সালের ইলেক্ট্রনিক্স কমপ্লেক্স পুলিশ স্টেশন মামলা নং ৩-এর সাথে সম্পর্কিত কার্যধারা বাতিল করা হয়েছে।

২০। পুনর্বিবেচনার আবেদন নম্বর ২০১৬ সালের সিআরআর ২১৬২ অনুমোদিত।

২১। কেস ডায়েরি ফেরত দেওয়া হবে।

২২। এই পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনের সমস্ত পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা এই আদেশের সার্ভার অনুলিপিতে কাজ করবে।

২৩। এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পরে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

**[বিচারপতি, বিভাস রঞ্জন দে]**

**DISCLAIMER**

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

## দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

**/ Upama Ganguly**